রাষ্ট্রের সমান নাগরিক নারীর কাঁধ থেকে মজুরিবিহীন কাজের ভার কমাতে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক

দেশের ভেতরে ও বাইরে বিরাজিত নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই অগ্রযাত্রায় সম্প্রতি আমরা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই অর্জনে নারীরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, নারীর এই অবদানকে আমরা হয় অস্বীকার করি, না হয় খাটো করে দেখি। বিভিন্নভাবে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার অর্থনৈতিক ও অঅর্থনৈতিক অবদানকে খাটো করে দেখার এই প্রবণতা হঠাৎ করে একদিনে জন্ম নেয় নি। সমাজ-রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অনেক পুরানো, যার নেতৃত্বে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। এই মানসিকতা নারীর সামনে এগিয়ে যাবার পথের একটি বড়ো বাধা। এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে নানা মহল থেকে নানাভাবে লড়াই জারি আছে, যে লড়াই সহসাই ফুরাবার নয়; যেজন্য আজো ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে লড়াই করেই নারীকে সামনে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাত মিলিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নারী সরাসরি অর্থনৈতিক উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত। এর পাশাপাশি গার্হস্থ্য, প্রজনন ও সেবামূলক কাজে নারীরা নিয়মিত উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে থাকেন, যে কাজ সম্পূর্ণরূপে মজুরীহীন। এ ধরনের মজুরিহীন কাজে নারীমাত্রকেই কম-বেশি অংশ নিতে হয়, তা তিনি সরাসরি অর্থনৈতিক উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত থাকুন বা না থাকুন। এ ধরনের ভূমিকার ভেতর দিয়ে নারীরা প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যয় সাশ্রয়ে সরাসরি অবদান রাখেন। কারণ প্রত্যেক নারী মজুরি ছাড়া পরিবারের অভ্যন্তরে যে অবদান রাখেন, তা বাইরের কাউকে দিয়ে করাতে হলে তার জন্য মজুরি পরিশোধ করতে হয়। তা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে নারীর এই অবদানের কোনো স্বীকৃতি নেই। এটা শুধু বাংলাদেশেরই চিত্র নয়, সারা বিশ্বেই নারীদের এ ধরনের অবদানকে কম-বেশি অদৃশ্য করে রাখা হয়।

নারীর এসব অবদান সমাজে অস্বীকৃত বলে জিডিপিতে অদৃশ্য থাকে, আবার জিডিপিতে অদৃশ্য থাকে বলে অস্বীকারের সংস্কৃতি সমাজে বহাল থাকে ও বদ্ধমূল হয়। এই চক্রের শাসনে অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ সকল কাজে নারীর সমঅংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত ও বাধাগ্রস্ত হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উপরন্তু, এটি সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বজায় রাখতেও সহায়তা করে। কাজেই এই সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। এজন্য দরকার নারীর অদৃশ্য ও অস্বীকৃত অবদানের ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং নারীর কাঁধের গার্হস্থ্য, প্রজনন ও সেবামূলক কাজের ভার কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আমরা বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ-এর পক্ষ থেকে মাঠপর্যায়ে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে সুফল পেয়েছি। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। এজন্য দেশব্যাপী ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্র থেকেই। এটি করা হলে নারীর অদৃশ্য অবদানগুলো যেমন দৃশ্যমান হয়ে উঠবে, তেমনি এই অবদান জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হবে। তা ছাড়া, পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যৌক্তিক বিভাজনের মাধ্যমে এসব মজুরিবিহীন কাজের একাংশের ভার গ্রহণ করলে নারীর কাঁধের ভার কিছুটা লাঘব হবে। এর ফলে যে সময়টুকু বাঁচবে, সে সময়ে তারা পড়াশোনা বা বিনোদন বা বিশ্রাম করতে পারবেন কিংবা অর্থনৈতিক উপার্জনমুলক কোনো কাজের সাথে যুক্ত হতে পারবেন, যা একইসঙ্গে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

একটি ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে নারীকে অবশ্যই রাষ্ট্রের সমান নাগরিকের মর্যাদা দিতে হবে এবং সব ধরনের নাগরিক সুবিধা সমানভাবে ভোগ করবার অবস্থায় তাদের উন্নীত হবার সুযোগ করে দিতে হবে। নারীর কাঁধে মজুরিবিহীন অস্বীকৃত কাজের মাত্রাতিরিক্ত ভার চাপিয়ে রেখে তা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।